তারিখ ... 12 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২১ কলাম ... ৫ ...

ভোরের কাগজ

গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে সন্ত্রাসী হামলা, ২২ মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা

মদদ দিচ্ছেন এক শিক্ষক ❑ একাডেমিক কাউন্সিলের পদত্যাগ

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে গতকাল রোববার সন্ত্রাসীদের ব্যাপক হামলার পর কর্তৃপক্ষ ২২ মে পর্যন্ত ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করেছে। একজন শিক্ষকের মদদপুষ্ট কয়েকজন সন্ত্রাসী গতকালের এই ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া এর আগের দিন শনিবার প্রতিষ্ঠানের ২ সদস্যের একাডেমিক কাউন্সিল পদত্যাগ করেছে।

মোহাম্মদপুরের সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা চলে আসছে। সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত একজন শিক্ষকের কারণে পুরো কলেজ জিম্মি হয়ে পড়েছে বলে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন। ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পিকনিকের চাঁদা আত্মসাৎ, কম্পিউটার ট্রেনিং দেওয়ার নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা নেওয়া, অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠানের গাড়ি, লোহার গেট বিক্রিসহ নানাবিধ অভিযোগ রয়েছে। এসব কোনো কোনো ঘটনার তদন্ত হয়েছে আবার কোনোটার তদন্ত চলছে। তাছাড়া তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও কলেজের

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে সন্ত্রাসী

● শেষের পাতার পর

সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল মান্নান প্রশ্ন তুলে তা তদন্ত করার জন্য বলেছেন। একই সঙ্গে ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে ঐ শিক্ষক ফরিদপুর থেকে ঢাকায় যোগদান করা এবং বেতন-ভাতাদি তোলার বিষয়টি তদন্তের প্রয়োজন বলে আব্দুল মান্নান এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

এদিকে ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের মদদ দেওয়ার অভিযোগ এনে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষসহ প্রতিটি শিক্ষক গত শনিবার মোহাম্মদপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঐ সন্ত্রাসী বাহিনী গত শনিবারও প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। গতকালও কয়েকজন অনিয়মিত ছাত্রের সহায়তায় পুরো ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালায়। সাধারণ ছাত্ররা ক্লাস করতে চাইলে তারা ঐসব ছাত্রের ওপর হামলা চালায় এবং প্রতিটি ক্লাসরুম তছনছ করে। ফলে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানের শর্টহ্যান্ড বিভাগের শিক্ষক না থাকায় অবসরকালীন ছুটিতে যাওয়া তিনজন শিক্ষককে অস্থায়ীভাবে ক্লাস নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে এই তিনজনের সম্মানী ভাতা সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৬ মাস পর ২০০ টাকা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঐ শিক্ষক একাই এর বিরোধিতা করেন এবং তার লোক দিয়ে বাধা দেওয়ায়। ফলে শনিবার থেকে এ নিয়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২ সদস্যের একাডেমিক কাউন্সিল পদত্যাগ করে। গতকাল এরই ঘটনার জের ধরে হামলা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, শিশির, রতন, স্বপন, আফতাব, রুবেল নামের কয়েকজন সন্ত্রাসী প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালায়। ঘটনার সময় পুলিশ আসলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। হাকিম খান নামের এক শিক্ষক এসব ঘটনার মূল নায়ক বলে পুলিশ জানায়। গতকালের ঘটনার পর প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষক জরুরি বৈঠকে বসে কলেজ ২২ মে পর্যন্ত বন্ধের ঘোষণা দেন।